দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 OCT 1986
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

160

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গঃ সাক্ষরতার দায়িত্ব

শিক্ষাই যে জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির একমাত্র চাবিকাঠি তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা নিজেদেরই করতে হয়। বাইরে থেকে তা কেউ করে দিতে পারে না, করেও দেয় না। তাই দেখা যায়, কোনো জাতির দরিদ্র অবস্থা দূর করার জন্য যে সব মানব কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কাজ করে তাদের প্রথম লক্ষ্য থাকে শিক্ষা বিস্তার। এই শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নিজেদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয় এবং পরিণতিতে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য নিজেরাই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে।

আমাদের দেশে জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি, তা নয়। কিন্তু সমুদয় উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গেছে। বা তেমন কোনো কাজে আসেনি। তার কারণ এদেশে শিক্ষিতের হার একেবারে কম। তাই দেশ বিভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা এমন কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা দেখছি না। অথচ যে কোনো সরকারের প্রধান লক্ষ্য থাকে জনগণের কল্যাণ সাধন।

যুগ যুগ ধরে বিপুল পরিমাণে সরকারী অর্থ ব্যয় হচ্ছে। সাহায্য সম্ভার আগের মত আজও গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে। কিন্তু পল্লী গ্রাম ও তার অধিবাসীরা যে তেমন সুখে নেই তা তাদের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর শহরের জৌলুস কোথাও কোথাও বাড়লেও তাতে জাতির সামগ্রিক চেহারার পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং ভিতরের শূন্যতা দেশবাসীকে নিরাশ করে তুলছে।

আমাদের ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাসের গ্লানি থেকে অবশ্যই রেহাই পেতে হবে। স্বাধীন জাতি হিসাবে আমাদের মর্যাদা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। আর সে জন্য শিক্ষার মধ্যে উন্নতির মূল মন্ত্র সন্ধান করতে হবে এবং জাতিকে যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে, আল্লাহ তাঁর সহায়তা করেন। শিক্ষা মানুষকে যে অভিজ্ঞতা দান করে তাতে মানুষ নিজেকে চিনে, নিজের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজের উদ্যোগে এগিয়ে যাবার পথ সে বের করে নেয়। জাতীয় জীবনে যেসব কল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, শিক্ষার অভাবে তার মর্ম অশিক্ষিতের কাছে পৌছায় না। বই পত্রে যে অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে, এসবের মধ্যে যে আছে বাঁচার সোনার কাঠি তা কয়জনের জানা?

আজকের বইপত্র, পত্রিকা বয়ে বেড়াচ্ছে উন্নত জীবনের ইঙ্গিত। কিন্তু তা মূর্খ লোকের কাছে পৌছাতে পারছে না। আমাদের এ অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে।

শতকরা ২০ ভাগ লোক শিক্ষিত বলে মনে করা হয় আমাদের দেশে। এই ২০ ভাগের লেখাপড়া যথার্থভাবে জেনেছে, তার হিসাব খুব আশাপ্রদ নয়। নাম সই করতে পারে, সই করতে কলম ভেঙ্গে যায়, এমন লোককেই এই ২০ ভাগের হিসাবে এনে সংখ্যা বৃদ্ধির একটা ব্যর্থ চেষ্টা দেখা যায়। ইদানীং স্বনির্ভরের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ কেউ নাম স্বাক্ষর করাকেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের নিদর্শন হিসাবে ধরে নেয়। অপরিচিত কয়েকটি অক্ষরের আঁকা-জোকার মাধ্যমে যদি শিক্ষিত হয়ে ওঠার দাবী করা হয়, তাতে আত্মতুষ্টি হতে পারে কিন্তু জাতীয় অগ্রগতি তাতে বিন্দুমাত্রও সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বইপত্র পড়ে তা বুঝতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে শিক্ষিত বলা উচিত নয় এবং তাতে জাতির কোনো কল্যাণও খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্বাক্ষর করা শিখাতে পারলে হয়ত বাকি অক্ষরগুলো জানা বা শিক্ষার প্রতি কৌতূহল বাড়া সম্ভব। কিন্তু স্বাক্ষরের মধ্যেই মুক্তির সন্ধান করলে তাতে লক্ষ্য অর্জিত হবে না। জাতি যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যাবে।

আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে যথার্থ শিক্ষা বলতে যা বুঝায় তার লক্ষ্যে অবশ্যই পৌছাতে হবে। বইপত্র পড়ে তার মর্ম উদ্‌ঘাটন করার ক্ষমতা অর্জন করা দরকার এবং কেবল সে ক্ষমতার বলেই জাতীয় জীবনে নতুন উষার আলো আনা সম্ভব।

এখন বিচার করা দরকার যে, এই গুরুভার কে বহন করবে? জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব কার? সরকারী উদ্যোগ নানাভাবে আমাদের চারিদিকে ছড়ানো আছে। সেসব উদ্যোগ খুব ব্যাপক না হতে পারে, কিন্তু তা যে আমাদের একেবারেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি না। এ ব্যাপারে শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। সমষ্টিগতভাবে সকল শিক্ষিত লোককে দায়িত্ব সচেতন হতে হবে। নিজে শিক্ষিত হয়ে থাকলে যথার্থ কল্যাণ আসবে না, যদি চার পাশের মানুষ অশিক্ষিত থাকে। এখানে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। অথচ গ্রামের মধ্যে যে ক'জন শিক্ষিত লোক আছেন তাঁরা যদি সচেষ্ট হন তবে গ্রামের লেখাপড়ার পরিবেশ উন্নত হতে পারে।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষিতদের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা দরকার। শিক্ষিতরা শুধু নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করলে চলবে না। প্রতিবেশির ভাল যাতে হয় সে দিকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে।

—কাজী মোঃ মঈনউদ্দীন মহিম
রাউজান পত্র লেখক সমিতি, চট্টগ্রাম।